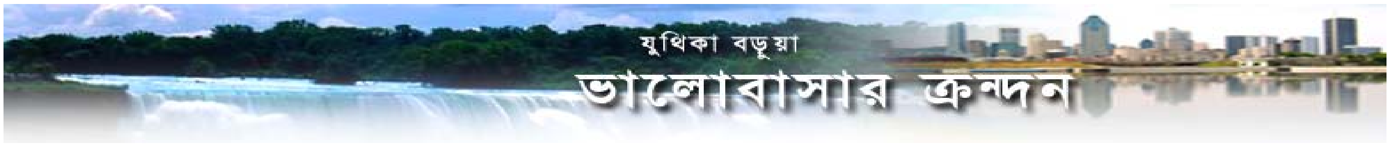

মানুষ ভালোবাসার কাঙ্গাল। বাচ্চা, বুড়ো, জোয়ান নারী-পুরুষ প্রতিটা মানুষই একান্ত করে পেতে চায়। যা গায়ের জোরে কখনো ছিনিয়ে নেওয়া যায় না। যদি না দু'টি একাত্ব মনের মধুর মিলনে দু'টি সুকোমল হৃদয়ে জন্ম নেয় ভালোবাসা। আর সেই ভালোবাসা পাওয়ার জন্য মানুষ কি না করে! প্রেমস্পর্শ থেকে শুরু করে অর্থ-বিত্ত, ঐশ্বর্য্য এবং বৈষয়িক সম্পত্তির পূর্ণ আধিপত্য সঁপে দিতেও বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেনা! আবার এমনও আছে, সংসারে স্বচ্ছলতা নেই অথচ সুখ আছে, আনন্দ আছে। আছে মনের প্রবল ইচ্ছাশক্তি। কারো বা দুবেলা অন্য-বস্ত্রের নিশ্চয়তাই নেই! ভাগ্যবিড়ম্বণায় পদে পদে প্রবঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হতে হয়। যাদের সাহার্য্যার্থে পাশে দাঁড়াবার মতোও কেউ থাকেনা! অথচ দারিদ্রপীড়িত জীবনে প্রতিটি মুহূর্ত্যে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত থেকেও তারা কখনো মানসিক ভারসাম্য হারায় না! কিংবা ভীরু কাপুরুষের মতো পিছপাও হয় না! বরং দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজস্ব মাটিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে থাকে, অনিশ্চিত অন্ধকার জীবনের কণ্ঠকপথ পেরিয়ে নতুন দিগন্তের নতুন সূর্য্যের উজ্জ্বল আলো কবে ফুটে উঠবে।

সন্দীপ উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান! বাপের বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী! যার নিশ্চিন্ত ও আরাম-আয়েশের জীবন! কখনো বাসে-ট্রেনে চেপে স্কুল-কলেজে যেতে হয়নি! হুকুম করলেই (গৃহপরিচারিকা ইন্দুমতী) বান্দা হাজির। যাকে অবিরাম সন্দীপের ফাই-ফরমাশ পালন করতে হতো। নিত্য ব্যবহার্য নানাবিধ শৌখিন-বিলাসীসামগ্রী থেকে শুরু করে গরমাগরম চায়ের কাপটা পর্যন্তও ওর হাতে তুলে দিতে হতো। কোনো চিন্তা-ভাবনা ছিলনা! নামমাত্রই উর্দ্ধঃশ্বাসে কলেজ ছোটা! ছাত্রজীবনের অমূল্য সময়গুলিকে কখনো গুরুত্ব দিতো না! পাড়ার বখাটে ছেলেদের সঙ্গে রকে রকে আড্ডা দিয়ে অপচয় করতো। কখনো দাদাগিরিও করতো। সুদর্শণা যুবতী মেয়েদের দেখলে শীশ্ দিয়ে উঠতো! কখনো গানের এক একটা কলি সুর ধরে গেয়ে উঠতো, -'কে তুমি, নন্দিনী, আগে তো দেখি নি!'

অথচ ইগ্নোর করতো মেয়েরা। গায়েই মাখাতো না কেউ! কিন্তু একদিন অত্যাশ্চর্য্যজনকভাবে ঘটে গেল সম্পূর্ন ব্যতিক্রম! ওদের কলেজের নবাগতা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও বুদ্ধিদীপ্ত সুনন্দা পড়ন্ত বেলার ঘু ঘু ডাকা নিঝুম দুপুরে কৃষ্ণচূড়ার গাছের ছায়ায় একলা হেঁটে যাচ্ছিল। সন্দীপ তখন বন্ধুদের সাথে পরিবেষ্টিত হয়ে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিল। হঠাৎ সুনন্দাকে দেখেই স্বতঃস্ফূর্ত মনে গেয়ে ওঠে, -'আঃহাঃ, কি দারুণ দেখতে, চোখদু'টো টানা টানা, যেন শুধু কাছে বলে আসতে!'

থমকে দাঁড়ায় সুনন্দা। ক্রোধে ফেঁপে ওঠে। কটাক্ষ করে বলে, -'আপনারা না ভদ্রঘরের সন্তান! পথেঘাটে মেয়েদের এভাবে ইন্সাল্টিং করে কি নিজেদের বাহাদুর মনে করেন? এই ভাবেই তো আমাদের দেশটা যাচ্ছে রসাতলে! দূষীত হচ্ছে আমাদের সমাজ! বদনাম হচ্ছে অভিভাবকদের! আর তাদেরই অন্ন ধ্বংস করছেন আপনারা! এর ভবিষ্যৎ কি হবে, তা জানেন? রাবিশ!' বলে এক মুহূর্ত্যও আর দাঁড়ালো না। উত্তপ্ত মেজাজে একদল যুবকদের নাকের ডগা দিয়ে হন্‌হন্ করে হেঁটে বেরিয়ে গেল সুনন্দা।

অপ্রস্তুত সন্দীপ হঠাৎ থতমত খেয়ে গেল! চেহারাটাও বিবর্ণ হয়ে গেল মুহূর্ত্যে। ভাটা পড়ে গেল ওর আনন্দ-উচ্ছাসে! হাঁ করে নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। যেন একটা দমকা হাওয়া বয়ে গেল। একটু টু-শব্দ নেই কারো! সুনন্দাকে যতদূর দেখা গেল, ওর আপাদমস্তক লক্ষ্য করে স্বগতোক্তি করে উঠল সন্দীপ, -'কি সাংঘাতিক মেয়েরে বাবা! যেন ঝাঁসী কা রানী! এতগুলি জোয়ান মরদের মুখে চূণকালি ঘষে দিয়ে জ্ঞান বিতড়ণ করে গেল, সুযোগই দিলো না কিছু বলার!'

অথচ সেদিনের পর থেকেই সম্পূর্ণ বদলে গেল সন্দীপ! শ্রুতিকটূ হলেও সুনন্দার অপ্রিয় সত্য কথাগুলি ওর হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দেয়! ওর চৈতন্যোদয় হয়, ওতো আওয়ারা লম্পট নয়! আনএ্যডুকেটেডও নয়! শহরের একজন সনামধন্য বিত্তবান এবং প্রভাব-পতিপত্তিশীল ব্যক্তির সুপুত্র ও'! রীতিমতো সুশিক্ষিত শক্ত সামর্থ সবল তরুণ যুবক! পুরুষমানুষ হয়ে

একজন মহিলার কাছে পরাস্ত হওয়া, অপমানতি হওয়া, এ তো মোটেই শোভা পায়না ওর! ও' কেন পারবে না, সুশীলসমাজে নিজের আত্মসম্মান বজায় রেখে মার্জিত হয়ে চলতে!

একদন্ডও স্বস্তি পায়না সন্দীপ! চোখ বুজলেই ওর মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে সুনন্দার চোখ রাঙানি। কানে বাজে ওর বিদ্রোহীমূলক তীব্র কণ্ঠস্বর! আর সেটা তীরের মতো তীব্রবেগে ছুটে এসে বিদ্ধ হয় ওর মুমূর্ষ্যু বিবেকে! ওকে প্রতিনিয়ত দংশণ করতো! ঘুমোতে পারতো না রাতে! প্রাণ খুলে হাসতে পারতো না! বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশাও প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল!

একদিন হঠাৎ সেই কৃষ্ণচূড়ার গাছের নিচে মুখোমুখি দেখা সুনন্দার সঙ্গে। অপ্রস্তুত সুনন্দা তখন বেকায়দায় পড়ে অস্বস্তি বোধ করছিল! চেয়েছিল এ্যাভয়েট্ করতে! কিন্তু অপরাধীর মতো লজ্জিত সন্দীপের অব্যক্ত ভাষা ওর বোধগম্য হতেই অনিচ্ছাকৃতভাবে থমকে দাঁড়ায় সুনন্দা! চেয়ে থাকে জিজ্ঞাস্য দৃষ্টিতে। চোখেমুখেও কৈফেয়েৎ আর অভিমানের ছাপ ছিল প্রকট!

সন্দীপ ভাবল, আজ বাগে পেয়েছে, সহজে কি ছাড়বে! এবার ইজ্জতই বোধহয় আর রাখবে না ও'! অথচ চাপা উত্তেজনায় উত্তপ্ত সুনন্দার মুখ ফুটে একটা শব্দও উচ্চারিত হলো না। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে সড়ে আসার পথ খুঁজছিল, ইতিপূর্বেই ঘর্মসিক্ত শরীরে ওর হাতদু'টো চেপে ধরল সন্দীপ! চেয়েছিল নির্দ্বিধায় অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থণা করবে। সরি বলবে। কিন্তু তখন কোনো উত্তাপই ছিলনা ওর শরীরে! আর ঐ শীতল স্পর্শের অনুভূতিতেই ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে সুনন্দার শরীর ও মন! মুহূর্ত্যে সব কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল! স্পর্শকাতর সুনন্দা শ্বাশত লজ্জায় পলকে নূয়ে পড়লেও উজ্জল দীপ্তিময় হয়ে উঠল ওর মুখখানা!

সন্দীপের অবস্থাও তদ্রুপ! কিছু বলার ব্যাকুলতায় উৎসুক্য চোখে চেয়ে থাকে। আর এভাবেই নিরবতায় বয়ে যেতে গেল বেশ কিছুক্ষণ সময়! তন্মধ্যেই ওরা বুঝে নিয়েছিল দুজন দুজনকে। জেনে নিয়েছিল, দুজন দুজনার মনের কথা! কোনো বৈষম্যতা বা আপত্তি অভিযোগ ঠেকাতে পারলো না! ওরা স্বেচ্ছায় আপন করে নিলো দুজন দুজনকে! যা উভয়ের পক্ষে ছিল ইম্পসিবল্! আন্থিঙ্কেবল্! আন্বিলিএ্যবল!

কিন্তু ভেবে অস্থির হয়ে যায় সন্দীপ। ওর মতো এমন কঠোর হৃদয় বিগলিত হলো কেমন করে! এর নামই কি ভালোবাসা! কিন্তু সুনন্দা! ওরইবা এমন অবণতি হলো কি করে! সন্দীপের মতো একজন লম্পট ছন্নছাড়ার প্রেমে মোহিত হবে, এ তো স্বপ্নেও কখনো কল্পনা করা যায়না!

সন্দীপের সবুর সয়না! মা-বাবার সম্মতি নিয়েই নির্ধারিত দিনের শুভলগ্নে বেজে উঠল সানাই! মনে মনে ভাবল, আকাশের চাঁদটাই বুঝি পেয়ে গিয়েছে হাতে! আর নাগাল পায় কে! জীবনের পরম আকাঙ্খিত স্বপ্ন বাস্তবায়ণ করতে ঊষার প্রারম্ভেই স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ল হানিমুনে! পাশাপাশি সীটে বসে, সুনন্দার কোমল পৃষ্ঠদেশে হাত রেখে প্রাণবন্ত উচ্ছাসে হাই-ওয়ে দিয়ে ড্রাইভ করে যাচ্ছিল সন্দীপ।

সেদিন কত গল্প, কত কথা সুনন্দার! কখনো চলছিল, গুনগুন সুরে অপূর্ব সঙ্গীতের মূর্ছণা! শেষই হচ্ছিল না! কথায় কথায় ওদের প্রথম দেখায় অব্যক্ত ভালোলাগার মধুময় স্মৃতি রোমন্থনে এমন গভীরভাবে ডুবে গিয়েছিল, হঠাৎ গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বেসামাল হয়ে একটি বিশাল মালবাহী ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটলে আর্তচিৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই চিরদিনের মতো স্তব্ধ হয়ে গেল সুনন্দার উচ্ছাসিত আনন্দ, হাসি-কলোতান! মধুর গুঞ্জরণ! কি অসহনীয় হৃদয়বিদারক সেই দৃশ্য! যন্ত্রণাকাতর ডাঙ্গায় ওঠা মাছের মতো ছট্পট্ করতে করতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সুনন্দা! মুহূর্ত্যে রক্ত বন্যায় ভেসে যেতে লাগলো গোটা রাস্তা!

একেই বলে নিয়তির নিমর্ম পরিহাস! মূমুর্ষ্যু সন্দীপ শোকে বিহ্বলে বাক্যাহত হয়ে পড়ে! নিজেও গুরুতরোভাবে ঘায়েল হয়ে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সুনন্দার বীভৎস রক্তাক্ত দেহটার দিকে। তখনও ওর কানে বাজছিল, ক্ষণপূর্বের উন্মত্ত চিত্তে আনন্দোৎচ্ছল হাসি-কলোতান, মধুর গুঞ্জরণ! ভিতরে ভিতরে বুকের পাঁজরখানা তখনই ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেল সন্দীপের। মরে গেল ওর বেঁচে থাকার সাধ।

আজ সুনন্দার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকানো যায় না। বাকশক্তি হারিয়ে বিকৃতি চেহারা আর নিথর নির্জীবের মতো বিকলাঙ্গ শরীর নিয়ে নীরব নিরবিচ্ছিন্ন একাকী নির্জন সন্ধ্যায় উইল্‌চেয়ারে বসে ফিরে তাকায়, অতীতের সেই আনন্দমুখর চঞ্চল প্রবাহিত জীবনের দিকে। আর থেকে থেকে সেই নীরব নিস্তদ্ধতার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে একটা ক্ষীণ দীর্ঘনিঃশ্বাস! যখন বিচ্ছিন্ন মনটা তন্ময় হয়ে বিচরণ করে, ফেলে আসা এক অনবদ্য স্মৃতির মণিমেলায়! যা কোনদিন আর ফিরে আসবে না ওর জীবনে! অট্টালিকার মতো এতবড় দালান বাড়িটা জনশূন্যতায় শ্মশ্বানপুরীর মতো খাঁ খাঁ করে! হাহাকার করে ওঠে ওর বুক! তখন মনে হয়, প্রিয়জনদের একটু সমবেদনা সহানুভূতি বা দর্শণ যেন ধূসর মরুভূমির বুকে এক পশলা বৃষ্টির মতো! এ যেন ওর এক ধরণের তরুণ বৈধব্য জীবনযাপন করা। আবর্জনার মতো পথের প্রান্তরে পড়ে থাকা। জিন্দা লাশ হয়ে বেঁচে থাকা। কোনো রূপ নেই, প্রাচুর্য্য নেইং স্বপ্ন নেই, আশা নেই! নেই ওর জীবনের কোনো ভবিষ্যৎ! একঘেয়ে নিরুচ্ছাস, নিরানন্দের জীবন! সন্দীপকে প্রাণের ডোরে বেঁধে রাখবার মতো আজ ওর কিছুই নেই! পশ্চিমাকাশের কোণে সূর্য্য অস্তাচলে ঢলে পড়লেই গভীর অন্ধাকারে ছেয়ে যায় চারদিক। সুনন্দা ওতেই ম্রিয়মাণ হতে যায়! ভুলে যেতে চায় ওর অতীতকে! তবু কাঙ্গাল মন মানতেই চায়না! অতীতের আনন্দঘন মুহূর্ত্যগুলি বারবার কল্পনায় ফিরে আসে ওর স্মৃতির গ্রন্থি থেকে। যা শুধু আজ বেঁচে থাকার একটা প্রধান উপকরণ! কখনো কি ভেবেছিল ও, জীবনে চরম সুখের মুহূর্ত্যে এতবড় বিপর্যয় নেমে আসবে! মনে পড়লেই কষ্ট আর গহীন বেদনাগুলি তরল হয়ে অঝোরে বেরিয়ে আসে ওর দু'চোখ বেয়ে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে নৈঃশব্দে কাঁদে।

ওদিকে শোকে সন্তপ্ত সন্দীপ, বিরহের আগুনে দগ্ধ হতে হতে আজ কিছুই নেই ওর শরীরে! হাঁড় গুলো সব বেরিয়ে এসেছে কঙ্কালের মতো। কি নেই ওর জীবনে, সবই পরিপূর্ণ! অথচ পাথরের মূর্তির মতো নিথর ভাবলেশহীন আবেগহীন সুনন্দার গভীর সংবেদনশীল দৃষ্টির দিকে তাকালেই মনে হয়, এ যেন এক অভিশপ্ত জীবন! কোনো আসক্তি নেই, মোহ নেই, স্পৃহাও নেই! অথচ বিষন্ন হলেও ক্লান্ত চোখের তারায় আজও ওর অস্ফূট খুশীর ঝিলিক দেখা যায়! হয়তো অসহায় সুনন্দার মুখ চেয়েই! ওযে অঙ্গীকার বদ্ধ! কর্তব্যের কারাগারে বন্দি! নিরুপায়! অকুণ্ঠিত হৃদয়ের উজার করা নীরব ভালোবাসায় প্রিয়তমা পত্নীর দায়িত্ব পালনের দৃঢ় অঙ্গীকারে বুকের সমস্ত কষ্টগুলিকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে, ক্ষণিকের একফালি অনিন্দ্য সুন্দর হাসির আড়ালে। কিন্তু কতক্ষণ! দিগন্তের আলো নিভে গেলেই ওর হৃদয়প্রাঙ্গন জুড়ে সেই ধূসর মরুভূমি! সেই শূন্যতা, হাহাকার! আর একান্তে মাথাকূটে কেঁদে মরে ওর ভালোবাসা! কখনো নীরবে, নিভৃতে! কখনো বা গহীন নিশীথে!

সমাপ্ত

যুথিকা বড়ুয়া : কানাডার টরন্টো প্রবাসী লেখক ও একজন সঙ্গীত শিল্পী ।

guddi_2003@hotmail.com